মহামারি ইভ্ টিজিং

- সৈয়দ মামুনূর রশীদ

ইভ্ টিজিং কী? পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে লেখা কিংবা টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখানো ইভ্ টিজিং শব্দটি গ্রামের অতি সাধারন মানুষগুলোর মাথায় সহজে বোধগম্য হয় না। সম্প্রতি ভাড়াটিয়া কল্যাণ সংস্থা (ভাক্স) এর উদ্যোগে ইভটিজিং বিষয়ে গনসচেতনতা সৃস্টির লক্ষ্যে শহর ও গ্রামে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা সাধারন নিরক্ষর মানুষের কাছে প্রায়ই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি যে," ইভ্ টিজিং জিনিসটা কী? কেউ মারছে? না খারাপ কিছু.....?

ইভ টিজিং এর কিছু দৃশ্যপট, ভোর বলতে যে সকাল বুঝায়, সে সক্কালবেলার চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালী মোড়। মোড়ের বামপাশে কালুরঘাট বিসিকগামী আর মোড়ের ডানপাশে ইপিজেডগামী দুটি সিটি বাস যাত্রী তুলছে হাঁকডাক দিয়ে। যাত্রী বলতে নব্বই ভাগই গার্মেন্টসকর্মী। আবার গার্মেন্টসকর্মী বলতে অধিকাংশই দারিদ্রপীড়িত কিশোরী আর মহিলা। বাস হেলপারও দরিদ্র সম্প্রদায়ের একজন। বিকৃত যৌনতা চরিতার্থে বাস হেলপার তার নোংরা হাত বাড়াতে দ্বিধা করছে না অপর দরিদ্র কিশোরী আর মহিলা শ্রমিকের দিকে। বাসে উঠতে সহায়তার নামে বাস হেলপার আর বাস কন্ট্রাকটার যৌথভাবে নির্বিচারে আপত্তিকর হাত চালাচ্ছে নারী শ্রমিকগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। পিঠ, উরু এমনকি বুকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে নারী যাত্রী তোলার কাজটা তারা করে যাচ্ছে অবাধ আর নিঃসংকোচে। পুরো তল্লাটে এমন কোন বিবেকবান নেই যে এই অসঙ্গতি নিয়ে কথা তুলবে, এ যেন স্বাভাবিক একটা নিয়ম।

২য় দৃশ্যপট, দোলন মাস্টার ইহধাম ত্যাগ করেছেন চল্লিশদিনও পূর্ণ হয়নি। আগ্রাবাদ হাজীপাড়া, বেপারীপাড়া, মৌলভীপাড়া, মিস্ত্রিপাড়াসহ বিশাল এলাকা জুড়ে গৃহশিক্ষক হিসেবে তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে দিশেহারা দোলন মাষ্টার পরিবারের হাল ধরতে বাধ্য হয় তার কন্যা নবম শ্রেনীর ছাত্রী মন্ট্রি চৌধুরী। অভিভাবকহীন মেয়েটি যখন সন্ধ্যার পর বাবার টিউশানী বাড়ীতে ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে যায় তখন আশপাশের বখাটেরাতো আছেই, টিউশানী বাড়ীর মধ্যবয়সী গৃহকর্তাও বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাত বাড়ায় মন্ট্রির নিঃস্পাপ কোমল শরীরের দিকে।

৩য় দৃশ্যপট, সিএনজি বেবীটেক্সীর পেছনে লেখা, পাখিরা ফিরে যায় পাখির বাসায়/মেয়েরা বসে থাকে সি.এনজির আশায়। বেবীটেক্সীর পেছনের লেখাটি দেখে বিব্রত হন পথচলা নারী আর লজ্জারাঙা মেয়েদের মুখায়ব উপভোগ করে সিএনজি ড্রাইভার।

ইভ্‌টিজিং শব্দটি গণমানুষের কাছে বোধগম্য করে তুলতে যদি বলা হয় , ইভটিজিং হলো- নারীদের প্রতি "টিট্‌কারী মারা" বা যৌন হয়রানী করা, তাহলে বোধহয় সাধারন মানুষের কাছে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে আসে। আবার ইভ্‌টিজিং শব্দটাকে যদি ব্যবচ্ছেদ করি তাহলে দেখা যায়, ইভ্ + টিজিং। ইভ্ মানে হলো অ্যাডাম-ইভস এর আদি মাতা "মা হাওয়া" (ইভ্ শব্দটা দিয়ে এখানে নারীকে বুঝানো হয়েছে) আর টিজিং মানে হলো কু-ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, বিকৃত মজা করা, অসুস্থ বা বিকৃত যৌন সন্ত্রাস করা। সুতারাং পুরো শব্দ, ইভ্‌টিজিং এর অর্থ দাঁড়ায়, নারীদের উত্যক্ত করা বা নারীদের প্রতি কু-উক্তি ছুঁড়ে মারা, বিরক্ত করা, এককথায় স্নায়ু যৌন সন্ত্রাস সংঘটিত করা। এবার আসি উত্যক্ত মানে কী? উত্যক্ত মানে হলো নারীদের প্রতি অশ্লীল আচরণ, অশ্লীল মন্তব্য, ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পূর্বক কথা বলতে বাধ্য করা, বিরক্ত করা, প্রেম নিবেদন করা, গায়ে হাত দেয়া, নারীদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন কিংবা চলাফেরায় বাধা দেয়া বা বিঘ্নতা সৃষ্টি করা, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা। বাংলাদেশে গত প্রায় একবছর ধরে এই শব্দটি ব্যাপক পরিচিতি পায় এবং ইভটিজিং মহামারিতে রূপ নেয়। প্রায় প্রতিদিনই দেশের সংবাদপত্রগুলো ভরে যায় ইভটিজিং এর শিকার তরুণী-কিশোরীদের সংবাদে কিংবা ইভ টিজিং বিরোধী আন্দোলনকারী দেশের সভ্য মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সংবাদে। আমাদের দেশে আগেও তরুণী ও কিশোরী নির্যাতীত হয়েছে, শিকার হয়েছে ইভ টিজিং এর। সামাজিক নিরাপত্তা, কল্‌ংক আর বাংলার চিরাচরিত অবলা নারীর লাজুক স্বভাবের জন্য প্রকাশ হয়েছে কম। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ সর্বপ্রথম বাংলাদেশের এই সমস্যাটি রাষ্ট্রিয়ভাবে চিহ্নিত করে দুর্বার আন্দোলন শুরু করেন। তার পূর্বে কিছু কিছু বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থা (এনজিও) এই বিষয়ে কাজ শুরু করলেও দাতাদের অর্থছাড় আর এ্যাকশন প্ল্যান তৈরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। আপাদমস্তক ভালমানুষ, সূযোগ্য শিক্ষামন্ত্রী, মানবীয় সভ্যতার পথিকৃৎ নুরুল ইসলাম নাহিদ তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে রূখে দাঁড়ালেন তাবৎ ইভটিজারদের বিরুদ্ধে। আমাদের পরম সৌভাগ্য বাংলাদেশের একজন নুরুল ইসলাম নাহিদ কাজটি শুরু করলেও আজ সর্বস্তরের জনগণ, সূশীল সমাজ, মিড়িয়ার সাংবাদিক ভায়েরাও নেমে এসেছে এই আন্দোলনে। আশার কথা হলো সারাদেশে এখন অগণিত নুরুল ইসলাম নাহিদ নেমে এসেছে রাজপথে। তা সত্ত্বেও আমাদের বোনেরা কী এখনো নিরাপদ, নির্ভয়, নিঃসংকোচে পথচলার সাহস পেয়েছে? নিশ্চয় নয়। গত কয়েক মাসের পত্রিকার রিপোর্ট / সংবাদ দেখলে বুঝা যায় ইভটিজারদের বেপরোয়া নৃশংসতা, পাশবিক বর্বরতায় ভারাক্রান্ত জাতির লজ্জাজনক অধ্যায় সম্পর্কে। ইভটিজারদের হাতে খুন হয়েছে মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক, জন্মধাত্রী মা, সহোদর আর পিতা, লাঞ্চিত হয়েছে স্কুল কমিটির সভাপতি, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, মানসিক আর শারিরীক নির্যাতনের শিকার হয়েছে অসংখ্য কোমলমতি ছাত্রী, ভাইয়ের আদরিনী বোন, মা-বাবার বুকের ধন ফুলের মতো পবিত্র কিশোরী আর তরুণী।

ইভ্‌টিজারদের শিকার শুধুমাত্র স্কুলছাত্রী কিংবা কলেজগামী তরুণীরাই নয়, গার্মেন্টস কর্মী থেকে শুরু করে কর্মজীবি নারীরাও অহরহ শিকার হচ্ছে ইভটিজারদের হিংস্র থাবার যৌন পণ্য হিসেবে। প্রতিদিন অফিসগামী গার্মেন্টকর্মী এবং কর্মজীবি নারীরা অহরহ শিকার হন বাস হেলপার, বাস কন্ট্রাকটারদের অসুস্থ যৌন লিপসা আক্রান্ত নিপীড়নের। গণপরিবহন বাস সার্ভিসের হেলপারেরা বাসে

উঠা-নামার সময় সহায়তার নামে নারীদের এমনভাবে আপত্তিকর হাতে ধরেন যা যৌন নিপীড়নের পর্যায়ে পড়ে। সুতারাং ইভটিজার শুধু ছাত্র কিংবা বখাটেদের দ্বারা সংগঠিত হয় না। ইভটিজার ছাত্র, বাস হেলপার এবং ভদ্রবেশী অনেক শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও রয়েছে। ইদানিং মোবাইল ফোন সহজলভ্য হওয়ায় অনেক বখাটেরা নিজেদের পরিচয় গোপন করে ভাল পরিবারের মেয়ে, মেধাবী ছাত্রীদের সাথে প্রতারণার মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে। সম্পর্ক স্থাপনের পর যখন বখাটের মুখোশ উম্মোচিত হয় তখনি সংগঠিত হয় নৃশংস হত্যাকান্ডের। এধরণের এক দুঃখজনক প্রতারণার ফাঁদে পড়ে ২১ অক্টোবর ২০১০ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে খুন হয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী মিদাত সারিমা রহমান। চিকিৎসক মায়ের কন্যা সারিমা হত্যাকান্ড বর্তমান নারী নিরাপত্তার একটি ভয়ংকর চিত্র। বখাটে ছেলে তোহা পশু জবাইয়ের ছুরি দিয়ে হত্যা করেছে সারিমাকে। বখাটে হোক আর ভাল হোক ঘাতক তোহা একসময় সারিমার বন্ধু ছিল কিংবা প্রেমিক ছিল। গত একবছর ধরে পত্রিকার পাতায় কিংবা ইলেকট্রনিক্স মিড়িয়ায় নারী নির্যাতনের এক নতুন স্বরূপ লক্ষণীয়। নারীরা এখন শুধু দস্যু কিংবা বাইরের কারো দ্বারা নির্যাতীত নয় তারা এখন ঘরের স্বামী থেকে শুরু করে বন্ধু, সহোদর এবং নিকট আত্মীয়দের কাছেও নিরাপদ নয়। মোদ্দাকথা নারীরা ঘরে বাইরে কেথাও নিরাপদ নয়। দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত স্বামী, ভালবাসার মানুষ কিংবা নির্ভরযোগ্য বন্ধু কারো উপর নারীর জীবন যাপন সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য হচ্ছে না। নারী যেন নিজ জান বাঁচাতে পলায়নরত আজন্ম ছুটে চলা এক বিপদগ্রস্থ হরিনী। গভীর অরণ্যে বনের হরিণও মাঝে মাঝে নিজেদের জগতে নিরাপদবোধ করে কিন্তু আমাদের দেশের নারীদের তাও নেই। আজন্ম শংকিত, বিপদগ্রস্থ, পলায়নপর, দ্বিধাগ্রস্থ এক অদ্ভুত দু'পায়ের পশুর নাম হচ্ছে, বাংলাদেশের নারী। বই পুস্ত কে লেখা, কাব্যে লেখা কিংবা আইনে লেখা "নারী" বোধহয় কল্পনার রাজ্যে সৃষ্ট এক আনন্দমধুর চরিত্র ছাড়া কিছুই নয়। নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের বাইরের চিত্রও অনেক সুখকর। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিরোধীদলীয়নেত্রী নারী। নারী উন্নয়ণ, অধিকার এবং ক্ষমতায়নে দেশের বড় বড় আর্ন্তজাতিকমানের হোটেলগুলোতে আর্ন্তজাতিকমানের নারী ব্যক্তিত্বরা সেমিনার করেন, ওর্য়াকশপ করেন, যুক্তিসম্মত এবং গবেষণালব্দ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কিংবা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভা করেন। এসব কিছু দেখে মনে হয় বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে আছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন। বাস্তবতা বড়ই নির্মম যে, নারী প্রধানমন্ত্রী, নারী বিরোধীদলীয় নেত্রী কিংবা নারীর পক্ষে সভা, সেমিনার যা কিছুই হোক না কেন বাংলাদেশের নারীরা ভাল নেই, বাংলাদেশের নারীরা নিরাপদে নেই। আমাদের দেশে নারীরা যে ভয়ংকরভাবে নিরাপত্তাহীনতায় আছেন তার বড় প্রমাণ গত ছয়মাস কিংবা এক বৎসরের পত্রিকার খুন, হত্যাকান্ডের সংবাদ শিরোনামগুলোই যথেস্ট। খুন হওয়া নারীদের মধ্যে আপন সংসারে স্বামীর হাতে, নিজঘরে প্রেমিকের হাতে খুন হওয়া নারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এ নিয়ে সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছে "বন্ধু ভয়ংকর"।

নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং ইভটিজিং বন্ধ করতে শুধুমাত্র আইন কিংবা প্রশাসন দিয়ে কখনো সম্ভব নয়। নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন এবং জনসচেতনতা। সমাজে জনগণদের মাঝে নারীকে একজন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায় নারী শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী। নারীশিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী নারী তৈরীর লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত এবং এই সামগ্রিক বিষয়ে সর্বস্তরের নারীদের সচেতন করে তুলতে হবে। সরকারী ও বেসরকারীভাবে ইতিমধ্যে নারী শিক্ষার প্রতি ব্যাপক কার্যক্রম বাস্ত

বায়ন করলেও পল্লী নারী কিংবা শহরের অনগ্রসর নারীদের কর্মমুখী করার কোন কার্যকর কর্মসূচী এখনো পর্যন্ত ব্যাপকভাবে নেয়া হয়নি। হঠাৎ করে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাওয়া এবং চাঞ্চল্যকর নির্মম নারী হত্যাকান্ড বৃদ্ধি নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সমাজ বিজ্ঞানী, নারী গবেষক, সরকার এবং নারীর উন্নয়ণ বিষয়ে কর্মরত জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থাদের (এনজিও কর্মী) সমন্বয়ে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। পাড়া মহল্লায় অবস্থিত মসজিদের ইমাম প্রতি শুক্রবারের খোৎবায়, মন্দির, টেম্পল এবং গির্জার পুরোহিতগণ পুজো দিতে আসা সমবেত জনতার মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানাতে পারেন। স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও ওয়ার্ড কমিশনারগণ, পাড়া মহল্লার ক্লাব সভাপতিরা বিশেষ কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারেন। সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা এনজিও সমুহের উন্নয়ণ কর্মকান্ডের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের এনজিও কর্মীরা এই বিষয়ে সচেতনতা, গণপ্রতিরোধ সৃস্টিতে অত্যন্ত কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারেন। আমি একজন সমাজকর্মী হিসেবে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাব যে, নারীকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মানসিকতা তৈরী করুন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মীয় গ্রন্থে নারীদের প্রতি নির্দেশিত আচরণবিধি মেনে চলুন। নারী না থাকলে সমাজ থাকবে না, সমাজ না থাকলে পৃথিবী টিকবে না। সুতারাং নিজেদের টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে নারীদের সম্মান করতে শিখুন। ইহজগতের পরে পরজগতের মুক্তির জন্য নারীদের প্রতি ভাল আচরণের অভ্যাস গড়ে তুলুন। নারীর প্রতি আমাদের প্রচলিত সনাতনি ধারণা ত্যাগ করাও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধের একটি উপায়। নারীর প্রতি আমাদের ধারণার একটি চিত্র হলো এরকম, "নারী আমি জন্মই আমার অভিশাপে/জন্মলগ্নে আযান হয় চুপি চুপি, কানে কানে/খুশি হয় কেউ কেউ, দুঃখ পায় অধিকজনে।" আমাদের সবুজ সুন্দর দেশে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সময়ে বিশেষ করে নারী পুরুষের পার্থক্য সেই সনাতন পর্যায়ে রয়ে গেছে। এছাড়াও দেশের উগ্র সন্ত্রাসী হত্যাকান্ডের পেছনে (নারী ও কিশোরী) পেছনে কাজ করছে নববধুদের যৌতুক প্রথা, অসম ও পরকীয়া প্রেম, পারিবারিক সুশিক্ষা বর্জিত উঠতি বয়সের তরণদের বখাটেপনা, প্রেমিক কিংবা স্বামীর মাদকাসক্তি ইত্যাদি।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে এক অমৃত বন্ধন। কবির ভাষায় "আমরা দু'জন চলতি হাওয়ার পন্থি"। একটি সংসারের আসল বিকাশ শুরু হয় প্রথম সন্তান-সন্ততি আগমনের পর। দুঃখজনক হলেও সত্যি দাম্পত্য জীবনের অমৃত বন্ধন আর নাড়ীছেঁড়া ধন সন্তান-সন্ততি ছেড়ে পুরুষেরা পরনারী আসক্তি নিয়ে নিজ স্ত্রীর উপর শুরু করে হত্যাসহ নানারকম পৈশাচিক নির্যাতন। মাদকাসক্ত স্বামী বা প্রেমিক অর্থের উৎস বন্ধ হয়ে গেলে স্ত্রী বা প্রেমিকার উপর শুরু করেন নির্যাতন। জীবন চলার পথে বাংলাদেশের নারীরা প্রতি পদে পদে বাধাগ্রস্থ হয় কখনো যৌতুক, কখনো পরকীয়া, কখনো অসম প্রেম ইত্যাদি কারণে। যৌতুক প্রথার কারণে অকালে প্রাণ হারাতে হচ্ছে অনেক কিশোরী বা নববধুকে। মহিলারা শুধু নির্যাতনের পর মুক্তি পায় না, নির্যাতনের পর হত্যা করা নির্মমভাবে। উপর্যপরি যৌন নির্যাতনের পর হত্যা করা নারীর মৃত্যুর পরও মুক্তি নাই। আমরা পত্র-পত্রিকায় অহরহ দেখতে পাই নির্যাতীত নারীর লাশের বিভৎস ছবিসহ যৌন উত্তেজক সংবাদ। এ যেন সংবাদকে মর্মস্পর্শী করার চেয়ে আর্কষণীয় করার এক নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। আমাদের সমাজে নির্যাতীত মহিলার লাশও একটি উৎকৃষ্ট পন্য, যা দিয়ে রোমাঞ্চকর বহুল বিক্রয়যোগ্য সংবাদ তৈরী করা যায়। এ কথা শতভাগ সত্য যে, বাংলাদেশের নারীদের জন্ম যেন আজন্মই পাপ। নারীর শত্রু শুধু পুরুষ নয়, নারীও বটে। শশুরবাড়ীর দজ্জাল শাশুড়ীর ভুমিকা পুত্রবধুদের কাছে সাক্ষাত নরকের

চেয়েও ভয়ংকর। সুতারাং আমি বলতে চায় সভ্যতার উৎকর্ষের সাথে সাথে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এই সূবর্ণযুগে নারীদের প্রতি আমাদের চিন্তা চেতনা এবং ধারণা পাল্টিয়ে নিই। নারীর প্রাপ্য মার্যাদা প্রতিষ্ঠা হলেই সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে মানবাধিকার, প্রতিষ্ঠিত হবে মানবতা। মানবতার মুক্তির জন্য নারী মুক্তি অনিবার্য্য।

লেখক: সৈয়দ মামুনূর রশীদ (উন্নয়ণকর্মী) **totalmamun@yahoo.com**, ঠিকানা: প্রযত্নে, ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগরোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ০১৭২৭৯১৬৩৮২

সাধারন সম্পাদক, ভাড়াটিয়া কল্যাণ সংস্থা (ভাক্স)

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন